THE HUNGER PROJECT

বর্ষ-০১, সংখ্যা ০৭ । ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০

আত্মপ্রত্যয়

যশোর অঞ্চল-এর একটি অনলাইন বার্তাপত্র

বাসা নং: ২৯০, ব্লক-সি, নতুন উপশহর, যশোর
https://www.facebook.com/thpbjes
০১৭১২৬২১৮২৮/০১৯১১০৪৮৮৯৭

সম্পাদক: মোঃ খোরশেদ আলম

নির্বাহী সম্পাদক:
মোঃ গিয়াস উদ্দীন

বিশেষ কৃতজ্ঞতায়:
অধীশ দাশ
মোঃ হেলাল উদ্দীন
মোঃ মাসুদ পাভেজ

কালুখালী উপজেলার মৃগী ইউনিয়নে বৃক্ষরোপন করা হয়েছে(ফলদ, বনজ, ঔষধি) ৫৯১০টি

তথ্য প্রদান:
শেখ আব্দুল খালেক

সম্পাদকীয়:
করোনাভাইরাসের প্রদূর্ভাবে অসহায় মানুষের পাশে থাকা রাজবাড়ী জেলার কালুখালী উপজেলার মৃগী ইউনিয়নের আখরজানি গ্রামের স্বেচ্ছাব্রতীদের তথ্য ও ছবি নিয়ে এবারের ‘আত্মপ্রত্যয়’-এর সপ্তম প্রকাশ। আসুন, প্রত্যেকে সাধ্যমত গাছ লাগায় এবং অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ায়।

প্রকাশনায়:
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ
যশোর অঞ্চল

করোনা সহিষ্ণু গ্রাম: আখরজানি গ্রাম হয়ে উঠল দৃষ্টান্তের রোল মডেল

চীনের উহান শহর থেকে করোনাভাইরাসের বিস্তারের পর থেকে সমগ্র মানব জাতি অদ্যবধি এই ভাইরাসের করাল গ্রাসে আবর্তিত। বাংলাদেশে এই ভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম সনাক্ত হওয়ার পর অনেক আগেই রাজবাড়ী জেলার কালুখালি উপজেলার মৃগী ইউনিয়নের আখরজানি গ্রাম উদ্যোগ নেয় করোনাভাইরাস মুক্ত গ্রাম গড়ার। ফলে গ্রামটিতে এখনও করোনায় কেউ আক্রান্ত হয়নি।

গ্রামের একদল স্বেচ্ছাব্রতী ‘গ্রাম উন্নয়ন দল’ ও ‘ইয়ুথ ইউনিট’ গ্রামের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে আসছিলো দীর্ঘদিন ধরে। বাংলাদেশে যখন করোনাভাইরাসের প্রাদূর্ভাব শুরু হয়, তখন এই গ্রামের স্বেচ্ছাসেবকরা নিজেদের গ্রামকে সুরক্ষার জন্য নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। “আসুন সবাই মিলে শপথ করি, স্থানীয়ভাবে করোনা সহনশীল গ্রাম গড়ে তুলি”এই শ্লোগানকে সামনে নিয়ে গ্রামের সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কাজ শুরু করেন। উদ্যোগের সাথে তারা উপলব্ধি করেছিলেন শুধুমাত্র ‘গ্রাম উন্নয়ন দল’ ও ‘ইয়ুথ ইউনিট’ এর পক্ষে করোনাভাইরাস থেকে গ্রামকে সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। করোনাভাইরাস থেকে গ্রামকে রক্ষা করতে হলে গ্রামের মোড়ল, মাতব্বর, ইমাম, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, জনপ্রতিনিধি ও ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে একসাথে কাজ করতে হবে। এ জন্য সকলকে নিয়ে তারা গড়ে তুলেছেন করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কমিটি।

সচেতনতা সৃষ্টি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও জীবাণুমুক্তকরণ কার্যক্রম:

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কাজের নেতৃত্ব দিচ্ছেন আখরজানি গ্রাম উন্নয়ন দল ও ইয়ুথ ইউনিট। গ্রামের সাধারণ জনগনের মধ্যে যেন করোনাভাইরাস এর জীবাণু ছড়াতে না পারে সেজন্য গ্রাম উন্নয়ন দল ও ইয়ুথ ইউনিটের ২৫ সদস্যের একদল স্বেচ্ছাব্রতী আখরজানি গ্রামের ৪৭৫ টি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ১৯৫ টি হাতধোয়া ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করেন । অংশগ্রহনকারী সাধারণ জনগণ করোনাভাইরাস প্রতিরোধে বাড়িতে থাকাকালীন ঘনঘন সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, বাইরে থেকে আসলে সাবান দিয়ে কমপক্ষ্যে ২০ সেকেন্ড হাত ধোয়া, কারো সংস্পর্শে না যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে জানতে পেরেছে । স্বেচ্ছাব্রতীগন গ্রামের বিভিন্ন পাড়া, বাড়ি, রাস্তা, মসজিদ, মন্দিরের ৩৭ টি নলকুপে সাবান ঝুলিয়ে দিয়েছেন যার মাধ্যমে গ্রামের ১৫৬ টি পরিবার সহ পথচারিরাও সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার সুযোগ পাচ্ছেন । গ্রামের অতি দরিদ্র পরিবারগুলির সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে গ্রাম উন্নয়ন দলের মাধ্যমে দরিদ্র ৩৩৫ টি পরিবারের মধ্যে একটি করে সাবান বিনামূল্যে বিতরন করা হয়েছে। গ্রামের ২৯ টি দরিদ্র পরিবারের মধ্যে ২৯ টি হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে যেখানে প্রায় ১৬২ জন সদস্য এটি ব্যবহারে উপকৃত হচ্ছেন। গ্রামের ভিডিটি ও ইয়ুথ ইউনিটের সহযোগিতায় গ্রামের ৪ টি রাস্তায়, ২২ টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ও ১৬৭ টি বাড়িতে ১২০ কেজি জীবানুনাশক ছিটানো হয়েছে। গ্রামের বিত্তবান, ভিডিটি এবং ইয়ুথদের সহযোগিতায় ১১৫ টি পরিবারকে মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে। করোনাভাইরাসের ক্ষতিকর দিক এবং করনীয় নিয়ে গ্রামের সকলে যেন জানতে পারেন সেজন্য গ্রামটির ৪ টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ২ বার করে মাইকিং করা হয়েছে। লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে (সরকারী লিফলেট) ১২০টি, করোণার সচেতনতা বিষয়ে সোস্যাল মিডিয়ায়, প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ায় ২২ বার প্রচার হয়েছে। করোনাভাইরাস প্রতিরোধে গ্রাম উন্নয়ন দল এবং ইয়ুথ ইউনিট নিয়মিতভাবে তাদের মধ্যে যোগাযোগ রাখতে স্ব-শরীরে ৮ বার গ্রাম উন্নয়ন দলের এবং ১১ বার ইয়ুথ ইউনিটের সভা হয়েছে। এ সভাগুলির মাধ্যমে তারা নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন ।

গুজব ও অপপ্রচারমূলক প্রতিরোধে গৃহিত উদ্যোগ:

করোনা মহামারির কারনে যখন চিকিৎসক, জনপ্রতিনিধি, সরকারি বিভিন্ন দপ্তর, ভিডিটি সবাই একসাথে করোনারোধে গ্রামের সকলকে সচেতনতার কাজ করছে তখন গ্রামের কিছু ব্যক্তি করোনাভাইরাস এর বিস্তার নিয়ে মানুষের মধ্যে কিছু ভ্রান্ত ধারনা তৈরী করে। যেমন-করোনা ভালো মুনষকে ধরেনা, দুই মাস পরে করোনা ভাইরাস এমনিতেই চলে যাবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, যিনি পাপি তারাই করোনায় বেশী আক্রান্ত হবেন, যার করোনা হয়েছে তিনি থানকুনি পাতার রস করে খাবেন তাহলে করোনা সেরে যাবে ইত্যাদি। এ সমস্ত অপপ্রচারকারীদের কে তাদের করোনা ভাইরাস সম্পর্কে ভুল ধারনা থেকে বের করতে অপপ্রচারকারীদের নিয়ে গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্যগন স্থানীয় ইউপি সদস্য, ডাক্তার, পুরোহিত, ইমাম, মাতবর প্রভৃতি ব্যাক্তিদের সম্মুখে করোনা ভাইরাস বিস্তারের বিষয়গুলি তুলে ধরেন। ফলে করোনা ভাইরাস এর বিস্তার করনীয় সম্পর্কে তাদের ভুল ধারনা থেকে বেরিয়ে আসে। মাইকিং এর মাধ্যমে এই অপপ্রচার প্রতিরোধে মানুষকে সচেতন করেছেন, বিভিন্ন ধর্মীয় নেতার সাথে সভা করেছেন, শুক্রবার জুমার খুতবার সময় মুসলি-দের গুজব, ভুল তথ্য প্রচার ও শোনা থেকে নিজেদের বিরত রাখতে সজাগ থাকতে বলেছেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার(WHO) এবং বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সংস্থা’র তথ্যসমূহ প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন। স্বেচ্ছাব্রতীরা তাদের নিজস্ব ফেবুতে নিয়মিত করোনার গুজব ও অপপ্রচার রোধে করনীয় বিষয়ক পোস্ট দিয়েছেন।

হাট, বাজার ও মসজিদে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরন:

হাট ও বাজারে শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে স্বেচ্ছাব্রতীরা বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে করোনা প্রতিরোধে নিয়মিত সভা করে । আখরজানি বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে ১০ ফিট বাই ১৫ ফিট এর এক একটি ঘর কেটে দিয়ে দোকানদারদের বসার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল। ক্রেতাদের জন্যও তিন ফুট শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। বাজারে প্রবেশ পথে পানির ড্রাম ও সাবান রাখা হয়, যাতে সবাই হাত ধুয়ে বাজারে প্রবেশ করতে পারেন । বাজারে চায়ের দোকানে ওয়ান টাইম কাপের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। মসজিদ কমিটির একান্ত প্রচেষ্টায় আখরজানির ২ টি মসজিদ-এ শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা, পানির ট্যাপের সাথে সাবানের ব্যবস্থ্যা করা, সকলের মাস্ক পরে মসজিদে আসা নিশ্চিতকরণ, মসজিদের মাইকে করোনা বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা, প্রতিটি জুমার খুতবায় করোনাভাইরাসের বিষয়ে মানুষের ভ্রান্ত ধারণা দূর ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বক্তব্য দেওয়া ব্যবস্থ্যা করেছেন ।

করোনা ব্যবস্থাপনা:

করোনাভাইরাস দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়া ঝুঁখতে আখরজানি গ্রামের প্রবেশ পথেই বাঁশ দিয়ে লকডাউনের ব্যবস্থা করেন স্বেচ্ছাব্রতীরা। ফলস্বরূপ জনজীবনে করোনার নেতিবাচক প্রভাব তুলনা মূলকভাবে কম পড়েছে। বিদেশ থেকে কেউ গ্রামে আসলে, দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত চাকুরীজীবিদের ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় হোম কোয়ারেইন্টাইন নিশ্চিত করা হয়েছে এবং তাদের বাড়িতে লাল পতাকা তুলে লকডাউন করা হয়েছে । এছাড়াও তাদের হোম কোয়ারেনটাইন নিশ্চিতের জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছেন গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্যগন । যারা গ্রামের বাইরে থেকে গ্রামে আসেন তাদেরকে নিজ বাড়িতে একটি ঘরে আলাদা রাখা হয়। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর গাইড লাইন অনুসরণ করা হয় ।

কর্মহীন, দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষের জন্য মানবিক সহায়তা:

দরিদ্র জনসাধারন লকডাউনের কারনে তাদের কাজে যোগ দিতে না পারায় খাবার, ওষুধসহ নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে পারছিলেন না । এমতাবস্থায় গ্রামের অতিদরিদ্র ও দরিদ্রদের মধ্যে যারা ক্ষুদ্র ব্যবসা হারিয়ে বেকার হয়ে পড়েছেন, প্রতিবন্ধি, স্বামী পরিত্যক্তা, বিধাব, ভিক্ষুক ও বয়ঃবৃদ্ধ এবং এদের ভিতর থেকে কারা কারা কোন প্রকার সাহায্য পাচ্ছে না গ্রাম উন্নয়ন দল তাদের একটি তালিকা তৈরির করেন । তাদের কাজের সাথে একাত্মা প্রকাশ করেছেন স্থানীয় ইউপি সদস্যসহ অন্যান্য জন প্রতিনিধিগণ । গ্রামের প্রতিটি পাড়া থেকে ১-২ জন প্রতিনিধি নিয়ে এবং স্বেচ্ছাব্রতী ও ইউপি মেম্বর নিয়ে মিটিং করে প্রত্যেকের মতামতের ভিত্তিতে, এলাকার অভাব গ্রস্থাদের তালিকা করা হয় এবং তালিকির একটি অগ্রাধিকার ও তৈরী করা হয় । সমাজের চাকরিজীবি, বিত্তবান, প্রবাসী, স্বচ্ছল কৃষক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি ব্যাক্তির নিকট থেকে নগদ অর্থ ও খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করা হয় হয় এবং তালিকা অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিক বিতরন করা হয় । গ্রামে মোট পরিবারের সংখ্যা ৯৮০টি। এদের মধ্যে ৩৫৬টি পরিবারে করোনাকালীন আর্থিক সংকটে পড়ে। ১২৭ টি পরিবারকে স্বেচ্ছাব্রতীগন সহায়তার আওতায় আনতে পেরেছেন। বাকি পরিবারগুলিকে সহায়তা দেওয়ার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চলমান রাখা হয়েছে এবং তাদের তালিকা লিংকেজ এর জন্য ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদসহ সরকারি দপ্তরে পাঠানো হয়েছে এবং যোগাযোগ রাখা হয়েছে।গ্রামটিতে কমিউনিটি ফিলানথ্রোপীর মাধ্যমে মোট নগদ ১৪৮০০ টাকা সংগ্রহ হয় এবং তা ৩৭ টি পরিবারের মধ্যে বন্টন করা হয় ।এছাড়াও দ্রব্য সামগ্রি হিসেবে চাল ৬৫৫ কেজি, আলু ১৩০ কেজি, ডাল ১৩০ কেজি, আটা ১০০ কেজি, লবণ ৪৫ কেজি, তেল ৫০ কেজি, সেমাই ও চিনি ৬৫ কেজি সংগ্রহ করা হয়। খাবার দ্রব্যের আর্থিক পরিমান টাকার অংকের আনুমানিক ৪৬১০০ টাকা। এ খাবার দ্রব্য মোট ১৫১টি পরিবারকে বিতরণ করা হয়।

চিকিৎসা সেবা ও কৃষি উদ্যোগ:

গ্রামের প্রতিটি পরিবারে স্বেচ্ছাব্রতীদের কাছে ডাক্তারের মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে। ফলে মোবাইল ফোনে এপর্যন্ত ৭৬ জন ডাক্তারের সেবা নিয়েছেন। বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় ‘করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কমিটি’ অতিদরিদ্র ৪ জনকে ৯৮০ টাকার ঔষধ কিনে দিয়েছেন। বাড়তি ফসলে উৎপাদনে উদ্বুদ্ধকরণ:করোনা পরবর্তী সময়ে দেশে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিতে পারে। তাই এই খাদ্য ঘাটতি, পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং বাড়িতে পতিত জমি যথাযথ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা হয় গ্রামের কৃষক-কৃষাণীদের । উদ্দেশ্য ছিলো চাষ যোগ্য এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদী না পড়ে থাকে, গ্রামের মানুষ যেন নিজেরা উৎপাদিত সবজি ও ফসল থেকে নিজেদের চাহিদা মেটাতে পারেন এবং বাজারে কম যেতে হয়। ফলে সংকটময় এই সময়ে বাড়ির আঙ্গিনায় ও পতিত জমিতে শুরু হয়েছে সবজির চাষ এবং ফসলের আবাদ । গ্রাম উন্নয়ন দল ও ইয়ুথ ইউনিট দরিদ্র কৃষকদের কৃষিকাজে সহযোগিতা, কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ভিডিটি , ইয়ুথ, জিজিএস’র মাধ্যমে প্রায় ৪৩ জন কৃষককে খাদ্য শস্য উৎপাদনে সচেতন করেছেন । যার ফলে উক্ত কৃষকগণ তাদের ৩৮৭ শতাংশ জমিতে ফসল আবাদ শুর“ করেছেন।

অভিমত:

মৃগী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ শহিদুজ্জামান সাগর বলেন, করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সবার সচেতনতাই বেশী প্রয়োজন । মৃগী ইউনিয়ন সবার মধ্যে সচেতনতা জাগ্রত করতে বিভিন্ন স্বেচ্ছাব্রতিদেরকে সাথে নিয়ে কাজ করতে সবসময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবেন। তিনি গ্রাম উন্নয়ন দল এর কাজের একতা, সততা, পরিশ্রমকে অন্যের জন্য অনুকরন হিসেবে দেখেছেন । তিনি নগদ টাকা ও দ্রব্য সামগ্রী দিয়ে সবসময় দরিদ্র ব্যাক্তিদের পাশে থাকার জন্য গ্রাম উন্নয়ন দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে তাদের কাজ অব্যাহত রাখতে তার পরিষদের সকল ধরনের সহযোগিতা করবেন বলে জানিয়েছেন ।

ভিডিটি সভাপতি আব্দুর রহমান বলেন প্রথমে কাজ করতে গিয়ে আমাদেরকে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছে । তিনি সমাজের বিভিন্ন বাধাকে ডিঙিয়ে এ কাজে নেতৃত্ব দিতে পারায় নিজেকে এবং গ্রাম উন্নয়ন দলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন । গ্রাম উন্নয়ন দলের এ কাজে প্রত্যক্ষ ভাবে সহযোগিতাকারী ভলান্টিয়ারের মধ্যে আরো ছিলেন ২৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল ।

শেষ কথা:

যেকোন কাজ করার পথে বাধা আসবেই। সেই বাধাকে পায়ে মাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেই পাওয়া যায় নতুন পথের দিশা। ‘আখরজানি করোনা প্রতিরোধ কমিটি’ ও আখরজানি গ্রামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ ও স্বেচ্ছাসেবকদের মিলিত প্রচেষ্টার ফলে আজ আখরজানি গ্রাম করোনা মুক্ত। আজ তাদের দেখাদেখি অনুপ্রানিত হয়েছেন পাশের গ্রামের অনেকেই। তারাও তাদের গ্রামের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন করোনার ভয়াবহতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য। একদিন পৃথিবী আবার তার স্বাভাবিকতা ফিরে পাবে, আমরাও মুক্ত হবো এই করাল গ্রাস থেকে। সেই দিন করোনা যোদ্ধাদের আখরজানিবাসী স্মরণ করবে, আর ভালোবাসবে গভীর সম্মানের সাথে। যুগে যুগে বেঁচে থাক মানবতা, মানুষের প্রতি ভালোবাসা ।